গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.২৩.২৬২

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

১। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা:

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক বার্তা নেই এবং কোন সংকেত দেখাতে হবে না।

২। আজ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ারপূর্বাভাসঃ
অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক বার্তা নেই এবং কোন সংকেত দেখাতে হবে না

৩। আজ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
সিনপটিক অবস্থা: মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাসঃ
প্রথম দিন (২৯.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):
বৃষ্টিপাত: ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্রগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় দিন (৩০.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):
বৃষ্টিপাত: ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
তাপমাত্রা: সারদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

তৃতীয় দিন (০১.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):
বৃষ্টিপাত: রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।
তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে।

বর্ধিত ৫ (পাঁচ) দিনের আবহাওয়ার অবস্থা: বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	রাজশাহী	রংপুর	ময়মনসিংহ	সিলেট	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.৩	৩৪.২	৩২.৫	৩২.৭	৩৩.৫	৩৪.৫	**৩৪.৮**	৩৪.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৭.০	২৬.০	**২২.৪**	২৭.০	২৬.০	২৫.০	২৪.০	২৬.৫

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর৩৪.৮^{o} সে. এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়া২২.৪^{o} সে।
(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)।

৪। বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা:
(১৪ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ /২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ)

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাসঃ

- রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিস্তা নদীর পানি সমতল রংপুর জেলার কাউনিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরদিকে ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্যানুযায়ী, রংপুর বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের (≥৮৯ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা কমে এসেছে। আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং পরবর্তী ০২ দিন হ্রাস পেতে পারে। আগামী ২৪ ঘন্টায় লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার তিস্তা নদী সংলগ্ন চরাঞ্চল এবং কতিপয় নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। পরবর্তি ০২ দিনে তিস্তা নদীর পানি সমতল হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার নিচে প্রবাহিত হতে পারে এবং বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। অপরদিকে আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
- রংপুর বিভাগের অন্যান্য প্রধান নদীসমূহ- আপার আত্রাই, আপার করতোয়া, পূনর্ভবা, ঘাঘট, ইছামতি-যমুনা ও যমুনেশ্বরী নদী সমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে টাঙ্গান নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত রংপুর বিভাগের এই সকল নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং পরবর্তী ০২ দিন নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।
- রংপুর বিভাগের ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার ভাটিতে যমুনা নদীর পানিসমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০২ দিন ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পরবর্তি ০৩ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে ।
- রাজশাহী বিভাগের গঙ্গা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে ও তার ভাটিতে পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল রয়েছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল ধীর গতিতে হ্রাস পেতে পারে, পরবর্তী ০১ দিন পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং পরবর্তী ০৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
- রাজশাহী বিভাগের করোতয়া, আত্রাই, বাঙ্গালী ও ছোট যমুনা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে মহানন্দা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত রাজশাহী বিভাগের এই সকল নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, যা পরবর্তী ০১ দিন পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকতে পারে তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। পরবর্তী ০১ দিন নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।
- সিলেট বিভাগের সুরমা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২ দিন নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে। পরবর্তী ১ দিন পর্যন্ত সিলেট বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪৪-৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। অন্যান্য প্রধান নদীসমূহ- মনু, খোয়াই ও ধলাই নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে ভুগাই, সারিগোয়াইন, সোমেশ্বরী ও কংস নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২ দিন নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে। পরবর্তী ০১ দিন সিলেট বিভাগের এই সকল নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
- চট্টগ্রাম বিভাগের সাঙ্গু ও গোমতী নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে মুহুরী, ফেনী, হালদা ও মাতামুহুরী নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২ দিন নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে। পরবর্তী ১ দিন পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪৪-৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিভাগের মুহুরী, গোমতী ও ফেনী নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। অপরদিকে হালদা, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া সংস্থার তথ্যানুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বঙ্গোপসাগর এলাকায় কোন লঘুচাপ না থাকায় আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত বরিশাল ও খুলনা বিভাগের উপকূলীয় নদীসমূহে স্বাভাবিক জোয়ার পরিলক্ষিত হতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১১৬	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০০
বৃদ্ধি	৭১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০

হ্রাস	৪৪	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
অপরিবর্তিত	**০১**	বিপদসীমার উপরে স্টেশন সংখ্যা	০১
পর্যবেক্ষণকৃত স্টেশনসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে			
বিপদসীমার উপরে জেলার সংখ্যা	**০১**	**বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা**	**০১**
বিপদসীমার উপরে নদীসমূহের নাম	তিস্তা		
বিপদসীমার উপরে জেলার নাম	রংপুর		

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বারিপাত তথ্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে:

স্টেশন	**বারিপাত (মি.মি.)**	**স্টেশন**	**বারিপাত (মি.মি.)**
সুনামগঞ্জ	১৯৮.০	ছাতক (সুনামগঞ্জ)	১০০.০
জাফলং (সিলেট)	৯৫.০	জামালপুর	৭৬.০
লালাখাল (সিলেট)	৫৮.০	মহেশখোলা (সুনামগঞ্জ)	৫৫.০
সিলেট	৫১.০	লরেরগড় (সুনামগঞ্জ)	৫০.০
দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর)	৫০.০	দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)	৪৫.০

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অরুণাচল, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলেঃ

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
পাসিঘাট (অরুণাচল)	৩৯.০	দার্জিলিং (পশ্চিম বঙ্গ)	৩৮.০
গ্যাংটক (সিকিম)	৩৭.০	কুচবিহার (পশ্চিম বঙ্গ)	৩৫.০
চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়)	৩৫.০	শিলিগুড়ি (পশ্চিম বঙ্গ)	৩০.০

৫। অতি বৃষ্টির কারণে কুড়িগ্রাম জেলার সার্বিক অবস্থা:

জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। বাপাউবো এর সর্বশেষ তথ্যমতে কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি সমতল বিপদসীমার ৩৩ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া ধরলা নদীর পানি কুড়িগ্রাম পয়েন্টে ১৬৫ সে.মি., পাটেশ্বরী পয়েন্টে দুধকুমার নদীর পানি ৩৮ সে.মি., নুনখাওয়া পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ২০৬ সে.মি., চিলমারী পয়েন্টে ২৩৫ সে.মি., হাতিয়া পয়েন্টে ২৮৩ সে.মি. এবং ধরলা তালুক শিমুল বাড়ি পয়েন্টে ৬১ সে.মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজারহাট ও উলিপুর এ দুটি উপজেলার ৩ টি ইউনিয়নের ৫০০ পরিবার পানিবন্দি এবং ১৫০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১,৩০০ মে.ট. চাল, ৩৫ লক্ষ টাকা ও ৫০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। ২ মে.টন ত্রাণকার্য চাল ও ৫০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৬। অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত তথ্যঃ

(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১০ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগ ভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরুপ

ক্রঃ নং	**বিভাগের নাম**	**অগ্নিকান্ডের সংখ্যা**	**আহতের সংখ্যা**	**নিহতের সংখ্যা**
১।	ঢাকা	৪	০	০
২।	ময়মনসিংহ	২	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	৩	০	০
৬।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৭।	খুলনা	১	০	০
৮।	রংপুর	০	০	০
	মোট	**১০**	**০**	**০**

২৯-০৯-২০২৪
জাহিদ হাসান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ (ফোন)
৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬ (ফ্যাক্স)
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১, এনডিআরসিসি অনুবিভাগ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.২৩.২৬২/১ (১১)

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;
৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
৪। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
৬। পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।;
৭। জেলা প্রশাসক (সকল);
৮। উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
৯। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
১০। প্রোগ্রামার (চলতি দায়িত্ব), আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং
১১। সহকারী পরিচালক (সকল)।

২৯-০৯-২০২৪
জাহিদ হাসান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা